দৈনিক বাংলা

5

২৪ JAN 1990
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার অভিশাপ

চলতি মাসে এইচ এস সি কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এস এস সি কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা। এককালে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার রেওয়াজ থাকলেও এবার কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে নতুন করে। এ পরীক্ষা নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছে অনেক। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েও মোট নম্বরের গড়ে ৫০ শতাংশ পেলে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সুযোগ পাবে। এ সিদ্ধান্ত আরো নমনীয় করারও আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বদলাননি। ফলে এইচ-এসসিতে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হতে পারে ৬৫ হাজার।

কিন্তু এখানে একটি চিত্র লক্ষ্যণীয়। পূর্বাপর ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রী কম্পার্টমেন্টালের সুয়োগ পেয়েও কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেয় না। তারা এক বছর অপেক্ষা করে পুরো বিষয়গুলিতে পরীক্ষা দেয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাস করে চাকরি বা উর্চ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা সুলভ হয় না। সার্টিফিকেটে লিখে দেয়া হয় কম্পার্টমেন্টাল। এই শব্দটি শেষ পর্যন্ত অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। পত্রিকান্তরে এক চিঠিতে এক অভিভাবক এই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সার্টিফিকেটকে অভিশপ্ত বলে অভিহিত করেছেন। তার কথায় এই সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান যায় না। উচ্চশিক্ষার জন্য কোন দুয়ার খোলা পাওয়া যায় না। অবস্থা এমন হলে এ পরীক্ষা কোন্ স্বার্থে? এককালে চাকরির বাজারে এমন প্রতিযোগিতা ছিল না, উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে তেমন ভিড় ছিল না। ফলে কম্পার্টমেন্টালের সার্টিফিকেট নিয়েও তাজ হত।

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটের পরিবর্তনের প্রশ্নটি আগেই উঠেছে। প্রস্তাব করা হয়েছে, মূল পরীক্ষার নম্বরের সাঙ্গ কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার নম্বর যোগ করে এদের ডিভিসন নির্ধারিত করা হোক। প্রয়োজনবোধে এক বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার জন্য ডিভিসনের হেরফের করা হোক-শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মোট নম্বর থেকে কিছু নম্বর কেটে। এতেও কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের একটা দাঁড়াবার জায়গা থাকবে। কম্পার্টমেন্টালের ছাপ কপালে নিয়ে জীবন যুদ্ধে নামতে হবে না। আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।